দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .... পৃষ্ঠা 4

NOV 1 1 2002

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন নিয়া সংশয়

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন কি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবে? এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারত অংশগ্রহণ করিবে না বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাত জাতির সার্ক-এর এক বা একাধিক দেশ অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে শীর্ষ বৈঠক হইবে না বলিয়া সার্ক-এর সংবিধানে বলা হইয়াছে। আর সে কারণেই এখন আগামী বছরের ১১ হইতে ১৩ জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে নির্ধারিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আদৌ অনুষ্ঠিত হইবে কিনা সন্দেহ। উল্লেখ্য, কাঠমণ্ডুতে অনুষ্ঠিত গত সার্ক শীর্ষ বৈঠক ও পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রতিবছর জানুয়ারীতে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং দ্বাদশ সার্ক শীষ সম্মেলন ২০০৩ সালের ১১ থেকে ১৩ জানুয়ারী পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঠিক করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC)-এর সূচনা ১৯৮০ সালে। সার্ক অনুষ্ঠানিকভাবে উহার যাত্রা শুরু করে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে স্থাপিত হয় সার্ক-এর স্থায়ী সচিবালয়। 'সার্ক' গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। ইহার ঘোষণাপত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একশত কোটি মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন; অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিতকরণ; জাতীয় ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ; সাধারণ মানুষের স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত রহিয়াছে। সার্ক এর চারিটি মূলনীতিও এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে সর্বসম্মতিক্রমে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ সমস্যাগুলি এই সংস্থার সভায় তোলা যাইবে না; আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক লাভালাভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা; এবং সদস্য দেশগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সার্ক ভূমিকা পালন করিবে। সার্ক এর ঘোষণায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, আবহাওয়া, টেলিযোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা; স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাসংক্রান্ত কর্মতৎপরতা; পরিবহন, ডাক সার্ভিস, ক্রীড়া, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতার অঙ্গীকারও করা হইয়াছে।

'সার্ক' গঠিত হইবার পর প্রায় ১৮ বছর পার হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সার্ক-এর এগারটি শীর্ষ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সার্ক-এর চলার পথ কখনোই তেমন মসৃন ছিল না। বিভিন্ন কারণে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ইতিপূর্বে একাধিকবার স্থগিত হইয়াছে বা পিছাইয়া গিয়াছে। নেপালের কাঠমন্ডুতে গত বছর সর্বশেষ যে শীর্ষ সম্মেলনটি হইয়াছে সেটিও অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে কিন্তু তখন ভারতের আপত্তিরমুখে তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় ভারত সম্মেলন পিছাইয়া দিতে বলিয়াছিল। সার্ক-এর ভবিষ্যৎ নিয়াই তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। এখন শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার কথা খোদ পাকিস্তানে। আর ভারত সম্মেলনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হইতে পারিতেছে না। ফলে দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আদৌ সময়মতো অনুষ্ঠিত হইবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

দৃশ্যত ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অতীতেও সার্ক-এর গতিকে করিয়াছে শ্লথ। কোনো দ্বিপাক্ষিক বিষয় সার্কে আলোচিত হইতে পারিবে না বলিয়া সুনির্দিষ্ট নীতি থাকিলেও কাশ্মীর ইস্যু নিয়া দুই দেশের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক প্রকারান্তরে কোন না কোনভাবে সার্ক-এর উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফলে সার্ক তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারিতেছে না। আমরা মনে করি সার্ক এইক্ষেত্রে আসিয়ান-এর নিকট হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারে। আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা কম নাই বরং তুলনামূলকভাবে বেশিই আছে– চীন সাগরের কয়েকটি দ্বীপের মালিকানা নিয়া চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধ আছে, বিরোধ আছে বার্মা ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যেও এবং জোটের অন্যান্য দেশের মধ্যেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে মাঝে মাঝে অস্বস্তি ও টানাপোড়ন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিক্ততাকে আসিয়ান কি চমৎকারভাবেই না এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে! আর পারিতেছে বলিয়াই এই জোট অর্থনীতি ও বাণিজ্যে প্রভূত সফলতা অর্জন করিতে পারিয়াছে যার সুফল ভোগ করিতেছে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রগুলি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সার্ক এই ক্ষেত্রে তেমন সফল হইতে পারে নাই, পারে নাই এতদঞ্চলের মানুষের আশা পূরণ করিতে।

সে যাহাই হউক, আমরা চাই সার্ক একটি শক্তিশালী, গতিশীল ও কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থায় পরিণত হউক। ফি বছর নামকাওয়াস্তে একটা শীর্ষ সম্মেলন করিয়া সার্কভুক্ত দেশগুলির সরকার প্রধানরা দায়িত্ব শেষ করিবেন তাহা হইতে পারে না। দুঃখজনক সত্য হইল, সেই শীর্ষ সম্মেলনও এখন হইবে কি না সন্দেহ দেখা দিয়াছে। আমরা আশা করি সব সন্দেহের অবসান ঘটিবে এবং সার্ক শীর্ষ সম্মেলন যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হইবে। □